পঞ্চম অধ্যায়

বুদ্ধদেব বসু ও সমকালীন সমালোচক

সাহিত্য সমালোচক হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সমকালীন সমালোচক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এই ধারায় জীবনানন্দের কথাও উল্লেখ্য মনে করি। যদিও 'কবিতার কথা' ছাড়া তাঁর কোনো বিশিষ্ট সমালোচনা গ্রন্থ চোখে পড়ে না। সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্ত্তীর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ নিবন্ধের সংখ্যা কম নয়। সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির লেখায় নতুন রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।[১] এলিয়ট, রিচার্ডস, এজরা পাউন্ড এবং অন্যদিকে, বেন, জেভ, টুভে, গ্রীন পাশ্চাত্ত্য সমালোচনায় নতুন রীতির প্রবর্তন করেন।[২] জীবনের সঙ্গে কাব্যকে মিলিয়ে দেখার অতিব্যবহৃত পদ্ধতির বদলে এই নতুন সমালোচনা পদ্ধতি বাংলায় সুধীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবি সমালোচকরা প্রবর্তন করেন। এই সমালোচনায় কাব্য-প্রকরণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। প্রকরণ বিচারের মাধ্যমে কবিমানসের পরিচয় গৃহীত হয়।

এই ধারাকে বলা যেতে পারে প্রকরণ বাদ।[৩]

এই ধারায় উল্লেখযোগ্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ দুটি - 'স্বগত' (১৯৩৮), 'কুলায় ও কালপুরুষ' (১৯৫৭)। এছাড়া, অগ্রন্থিত ও অপ্রকাশিত আরও প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ-প্রতিম রচনা তাঁর আছে।[৪] বিষ্ণু দে-র 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ', 'রুচিও প্রগতি' গ্রন্থেও নতুন সমালোচনা রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেবের সমকালের প্রাবন্ধিক সমালোচক হিসেবে অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য মনে হলেও সাহিত্য সমালোচনার যে বিরাট বিচিত্র্য বুদ্ধদেবের লেখায় পাই, তা অন্য কোনো কবি সমালোচকের রচনায় নেই। তাঁর সমালোচনা কর্মের একটি বড় অংশ জুড়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। এছাড়া, সমকালীন তরুণ কবি, লেখক এবং কিছু পূর্ববর্তী আধুনিক কবি শিল্পীর রচনা বৈশিষ্ট্য তাঁর আলোচনার বিষয় হয়েছে। ইয়োরোপীয় কবি ও কবিতার সঙ্গে তুলনা করেও তিনি আধুনিক বাংলা কবিতাকে চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন। আবার, এলিয়ট বলেছিলেন, প্রত্যেক যুগে পুরোনো কবি ও কাব্যের নূতন মূল্যায়ণ হয়। কথাটা বলেছিলেন, নূতন কবিদের কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পুরোনো কবিদের শ্রেষ্ঠতা - ক্রমপরিবর্তনের তত্ত্ব সূত্রে। সেখানে তিনি ঐতিহ্যের সঙ্গে ব্যক্তিপ্রতিভার সামঞ্জস্য করেছিলেন। পুরোনো কবিদের কাব্যে বর্তমানের জীবন বোধের সমর্থন খোঁজা হয়। প্রত্যেক ভালো লেখকের-ই লেখায় অন্য যুগের দাবী মেটানোর কিছু সম্বল থাকে। তার মধ্যে এমন একটা প্রবৃদ্ধ জীবনচেতনা থাকে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের আবেগকে স্পন্দিত করে। কবি সাহিত্যিকের অন্তর্লোকেই থাকে অভিজ্ঞতার সেইসকল সঞ্চয়। তাহলেও তাদের রচনার মধ্যে থেকে সেই অন্তর্বীজ সন্ধানে অনেকসময় সমালোচনা কর্মই সহযোগী হয়। বুদ্ধদেবের প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনা অনেকটা এই মনোভা সঞ্জাত। তিনি যত বিস্তৃতভাবে ভারতের সুপ্রাচীন কাব্যগুলি নিয়ে আধুনিক সংস্কার মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁর সমকালের অন্য কোনো কবি সমালোচক তা করেন নি। সুধীন্দ্র নাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্ত্তী,

বা আরো অনেকেই সাহিত্য সমালোচনার ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে নিজেদের মত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু, ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সাহিত্যের যে বিরাট বিস্তৃত ক্ষেত্র, তাতে কোনো আগ্রহ বোধ করেননি। অথচ, ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ রক্ষা করা যে আধুনিক কাব্য শৈলীর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ - এঁরা প্রত্যেকেই সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনতা প্রকাশ করেছেন। কাব্য কবিতার ক্ষেত্রে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র প্রবন্ধ নিবন্ধের কথা বিবেচনা করলে, রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিকদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুই একমাত্র, যিনি 'রামায়ণ', 'মেঘদূত', 'মহাভারত' - এই তিনটি বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থকে নিজের কালের প্রেক্ষাপটে বিচার বিশ্লেষণ করে, তার সঙ্গে আধুনিক জীবন চেতনাকে মিলিয়ে নিতে চেয়েছেন।

বুদ্ধদেবের সমালোচনা গুলির মধ্যে তাঁর রবীন্দ্রচর্চা দীর্ঘবিস্তারী। ত্রিশের দশকের অন্যান্য কবিদের তুলনায় তাঁর রবীন্দ্র-সমালোচনা পরিমাণে অনেকটাই বেশি।[৫] বিশেষতঃ তাঁর সমকালীন তিন প্রধান কবি সমালোচক অর্থাৎ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্ত্তীর রবীন্দ্র-দর্শরে তুলনায় বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র-সমালোচনা অনেক বেশি অনুপুঙ্খ। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিষ্ণু দে বিস্তারিত আলোচনাই করেন নি। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর 'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থে সংকলিত পাঁচটি প্রবন্ধে সেই চেষ্টা করেছেন। প্রবন্ধগুলি হ'লো -

ক) রবীন্দ্র-প্রতিভার উপক্রমণিকা খ) রবিশস্য গ) ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ
ঘ) সূর্যাবর্ত ও ঙ) দিনান্ত।

> এলিয়ট যাকে Workshop criticism বলেছিলেন, বাংলায় তার সাফল্যজনক উদাহরণ হিসেবে এই পাঁচটি প্রবন্ধকে উপস্থিত করা যায়।[৬]

রবীন্দ্র-সমালোচনা বিষয় বিষ্ণু দে-র প্রধান দুটি গ্রন্থ -

১। 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা', (১৩৭২)

২। 'মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা।' (১৯৬৭) এছাড়া, 'সেকাল থেকে একাল' (১৯৮০) গ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথ, ইয়েট্‌স, পাউন্ড, এবং 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসার গরজে' প্রবন্ধ দুটির উল্লেখ করা যেতে পারে। 'এলেমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য' -(১৯৫৮) গ্রন্থের 'চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটিও এখানে স্মরণযোগ্য। অমিয় চক্রবর্ত্তী রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন, যেগুলির আধিকাংশ 'সাম্প্রতিক' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ক) রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি, খ) রবীন্দ্র-কাব্যে বিসংগত সত্য, গ) রবীন্দ্রনাথের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, ঘ) বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ, ঙ) নবজাতকমালা, চ) ছড়া, ছ) কবিতার চেয়ে বেশি, জ) 'গীতাঞ্জলি'ও সত্য কবিতা, ঝ) শেষলেখা এছাড়া, উল্লেখ করতে পারি তাঁর ইংরেজি গ্রন্থটির কথা - 'Modern Tendencies in English Literature' 'কবিতার কথা'য় (১৩৬২) জীবনানন্দ যে ক'টি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন, সেগুলি হ'লো -

১। রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা
২। মাত্রাচেতনা
৩। উত্তর-রৈবিক বাংলাকাব্য

বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র-সমালোচনার সঙ্গে এঁদের রবীন্দ্র-চর্চার তুলনা করলে দেখা যায়, এঁরা কেউ-ই বুদ্ধদেবের

মতো কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ এবং কবি রবীন্দ্রনাথকে পৃথকভাবে মূল্যায়ণ করেন নি।

সুধীন্দ্রনাথ তাঁর 'রবীন্দ্র-প্রতিভার উপক্রমণিকা'য় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোনো গ্রন্থকে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেন নি। রবীন্দ্র-সাহিত্য জীবনের সূচনা পর্বটি বিশেষভাবে তাঁর আলোচনার লক্ষ্য ছিল। বুদ্ধদেবের সঙ্গে এক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লক্ষণীয়। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র আলোচনায় বুদ্ধদেব যেমন এক-একটি কাব্যের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন, তেমনি 'রচনাবলী'কে সমগ্রভাবেও দেখতে চেয়েছেন। রবীন্দ্র রচনাবিশেষের মধ্যে থেকে কবিসত্তার স্বরূপসন্ধান করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের নির্দিষ্ট কোনো গ্রন্থকে বিচারের মধ্যে না এনে রবীন্দ্র-সাহিত্যজীবন বিশেষতঃ তাঁর রচনার প্রথম পর্বের উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, রবীন্দ্র-সৃষ্টির মধ্যে

> দুর্বল রচনা পরিমাণে অত্যল্প। এমন কি 'প্রভাত সঙ্গীত' -এও
> তাঁর স্বকীয় সুর শোনা গিয়েছিলো।[৭]

এখানেই তিনি লিখেছেন

> বস্তুতঃ রবীন্দ্ররচনাবলীর উত্তরকান্ড একটু বেশি শুদ্ধ ; এবং
> প্রকরণকে প্রসঙ্গের উপরে প্রাধাণ্য দিয়েই তাঁর প্রতিভা পরিণতির
> দিকে এগিয়েছে।[৮]

রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রসঙ্গে এরকম টুকরো, বিচ্ছিন্ন মন্তব্যই তিনি বেশি করেছেন। শেষ পর্যন্ত নিজেই বলেছেন-

> আসলে আমাদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের মূল্য নিরূপণ গঙ্গা জলে
> গঙ্গাপূজার চেয়েও হাস্যকর;[৯]

বুদ্ধদেব ঠিক এরকম ভাবেননি। রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্যে তিনি দেখেছেন সাধারণ মানুষের জীবন যাপনের ছবি। আঙ্গিকগত দক্ষতার কথাও তিনি বলেছেন। অবশ্য, রবীন্দ্র-কাব্যসমালোচনা লেখার ক্ষেত্রে একটি বিরাট বাধার কথা তিনিও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতেও সে বাধা রবীন্দ্রনাথ নিজে। এদিক থেকে এই দুই সমালোচকের ভাবনায় মিল খুঁজে পাই। কিন্তু, রবীন্দ্র-সমালোচনার পর্ব্বতপ্রমাণ বাধার কথা মনে রেখেও বুদ্ধদেব যতটা বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে একের পর এক গ্রন্থে ও প্রবন্ধে রবীন্দ্র-সমালোচনা লেখায় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, সুধীন্দ্রনাথের রবীন্দ্র-সমালোচনার পরিসর সে তুলনায় যথেষ্ট অপ্রশস্ত।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিষ্ণু দে সুধীন্দ্রনাথ অপেক্ষাও স্বল্পবাক্। বিষ্ণু দে-র যে দুটি প্রধান গ্রন্থে আমরা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর ভাবনার পরিচয় পাই - তাতেও দেখি, বুদ্ধদেবের মতো তিনি ধারাবাহিক ভাবে কবি ও কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনা করেননি। দুটি গ্রন্থেই রবীন্দ্র-সৃষ্টি এবং রবীন্দ্রপ্রতিভা, রবীন্দ্র-ঐতিহ্য নিয়ে টুকরো বিচ্ছিন্ন মন্তব্যই করেছেন। তাঁর আক্ষেপ -

> রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকার আমাদের আজও সার্থকভাবে অর্জিত হ'লনা।[১০]

তবে, বুদ্ধদেবের মতো তিনিও রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্যের শিল্পসফলতার কথা বলেছেন। এবং

তিনিও মূলগতভাবে রবীন্দ্র-সমালোচনা লেখার একটি বিরাট বাধার কথা বলেছেন। তাঁর রচনাবলীর ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যের জন্যই -

এই মানসের স্বভাবগৌরব আমরা প্রায়-ই বুঝি না।[১১]

অমিয় চক্রবর্ত্তী এবং রবীন্দ্রনাথ 'একই জগতের অধিবাসী',[১২] ছিলেন। বুদ্ধদেবের মতো তিনিও 'নবজাতক' কাব্যে আধুনিকতার ছোঁয়াচ লক্ষ্য করেছেন।[১৩] রবীন্দ্রনাথের রচনায় বুদ্ধদেব দেখেছিলেন -

সমাজ সচেতন রবীন্দ্রনাথ, দেশসেবক রবীন্দ্রনাথ, কর্মী রবীন্দ্রনাথের
সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের একটা দ্বন্দ্ব আছে।[১৪]

একিন্তু তিনি কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিই আসক্ত ছিলেন। অমিয় চক্রবর্ত্তী রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের কবিকাহিনী ও কর্মকাহিনীকে মিলিত ভাবে দেখতে চান।[১৫] বিষ্ণু দে কবি, কর্মী ও দেশ সেবক রবীন্দ্রনাথকে অভিন্ন দেখেছেন।[১৬] এখানে মূলতঃ অমিয় চক্রবর্তী ও বিষ্ণুদে-র রবীন্দ্র দর্শনে সাদৃশ্য খুঁজে পাই। কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়ে বুদ্ধদেব কিছুটা ভিন্ন গোত্রের সমালোচনা করলেন।

অন্যদিকের রবীন্দ্র - কবিতায় আবেগের শুদ্ধতার মূল্য দেন জীবনানন্দ।[১৭] রবীন্দ্র কাব্য ধারার কোনো একটি মাত্র পর্যায় তাঁর উল্লেখ্য নয়। কবি - স্বভাব যে ক্রমে শুদ্ধ হয়ে -

প্রতি পর্যায়ে - কবিতার সারাৎসার রেখে যেতে পারে, তার-ই প্রাণনা
দেখেছেন তিনি রবীন্দ্রনাথে।[১৮]

তাঁর মতে, ' শেষ লেখা', 'পূরবী' অথবা 'বলাকা' কোনোটাই কম মূল্যবান নয়। জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথকে দেখতে চেয়েছিলেন তাঁর সমগ্রতায়। পাশাপাশি স্মরণ করা যায়, রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কাব্যধারার প্রতি বিষ্ণু দে-র পক্ষপাতের কথা। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'বলাকা' থেকে সমাজ প্রাধান্য পেতে থাকে বলে আপত্তি বুদ্ধদেবের। কিন্তু, জীবনানন্দ চেয়েছিলেন -

কবিতার অস্থির ভেতরে থাকবে ইতিহাস চেতনা, মর্মে থাকবে
পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।[১৯]

তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সমাজবোধের জন্য তিনি বুদ্ধদেবের মত নিরুৎসাহ প্রকাশ করেন না।

বুদ্ধদেবের সমকালীন অন্যান্য সমালোচকেরা ইয়োরোপীয় কবি ও কবিতার প্রসঙ্গ দিয়েও প্রবন্ধ লিখেছেন। এক্ষেত্রে, প্রথম থেকেই তাঁরা তাঁদের মানস প্রবণতা অনুযায়ী আলোচনার বিষয়ে নির্বাচন করেছেন। বুদ্ধদেবের কাব্যভাবনার সঙ্গে যেমন বোদলেয়ার, হ্যোল্ডার্লিন, রিল্কে প্রভৃতি ইয়োরোপীয় আধুনিক কবিদের কাব্যভাবনার মিল খুঁজে পাওয়া যায় তেমনি, সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় এলিয়টের প্রভাব লক্ষনীয় হয়েছে। বোদলেয়ার, মালার্মে, ভালেরি প্রমুখ ফরাসী আধুনিক কবিদের কাব্য থেকে পরিগ্রহণ করেছেন তিনি।[২০] বিষ্ণু দে-র কবিতায় পাউন্ড এলিয়ট এলুয়ার, আরাগঁ প্রভৃতি কবির প্রভাব আছে। অমিয় চক্রবর্ত্তী ইংল্যান্ডের কবি হপকিন্স পড়েছেন।[২১] এলিয়টের প্রভাব তাঁর উপর ততটা নেই, যতটা সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র কবিতায় পাওয়া যায়। জার্মান কবি রিল্কে এবং ধর্মীয় কবি পল ক্লোদেল অথবা-

আঙ্গিকগত উৎকর্ষের কবি উনগারেত্তির সঙ্গেও তাঁর কবিতার যুক্ত
আলোচনা সম্ভব।[২২]

জীবনানন্দকে প্রভাবিত করেছেন ইয়েটস, বোদলেয়ার, এলেন পো। 'কবিতার কথা' র তিনি এদের নাম উল্লেখ করেছেন।

T.S.Eliot এর 'Traditional and Individual Talent' প্রবন্ধটির প্রতিফলন দেখা যায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'কাব্যের মুক্তি' (১৯৩০) প্রবন্ধটিতে। আধুনিক কবিকে ঐতিহ্যের কাছে যেতেই হবে, এলিয়টের এই বক্তব্য সুধীন্দ্রনাথ শিরোধার্য ভেবেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'ঐতিহ্য ও টি.এস. এলিয়ট' (১৯৩৪) প্রবন্ধ টি উল্লেখযোগ্য। সেখানে সুধীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য- ঐতিহ্য ব্যতীত শিল্প সৃষ্টি অসম্ভব। কোন যথার্থ আর্টিষ্ট স্বয়ম্ভূ নন। তাঁর 'স্বগত' গ্রন্থের 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন- কাব্যে দূষিত বা কুশ্রী কলে কিছু নেই। এই নতুন ভাবনার পথ প্রদর্শক বোদলেয়ার। তাহলে, বাংলা কবিতায় সুধিন্দ্রনাথ তাঁর প্রভাব কে স্বীকার করেছেন। বোদলেয়ার প্রসঙ্গে তিনি অবশ্য পৃথক কোনো প্রবন্ধ লেখেন নি। আধুনিক কবিতা বিষয়ক ভাবনায় বুদ্ধদেব বোদলেয়ার কে অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। আধুনিক কবিতার মূল সূত্র গুলি তিনি তাঁর কাছ থেকেই সন্ধান করেছেন। সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে য়ুরোপীয় কবিদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রাধান্য লাভ করে এলিয়ট। হ্যেল্ডার্লিন, রিল্কে সম্বন্ধেও বুদ্ধদেবের মতো তিনি আগ্রহী নন, বরং তাঁর আলোচ্য অন্যান্য য়ুরোপীয় কবি সাহিত্যিক।

বিষ্ণু দে এলিয়ট সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন। 'টমাস স্টার্নস এলিয়ট', 'টি.এস.এলিয়টের মহাপ্রস্থান', 'এলিয়ট প্রসঙ্গে'- ইত্যাদি। বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথের এলিয়ট-প্রীতির তুলনা চলে। এই দুই সমালোচক-ই এলিয়টের প্রতি গভীর আগ্রহ বোধ করেছেন। কিন্তু, বুদ্ধদেব এলিয়ট প্রসঙ্গে বিচ্ছিন্ন মন্তব্য করলেও কোন প্রবন্ধ লেখেন নি। বিষ্ণু দে রিল্কে সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন-

রিল্কের মধ্যে বস্তুর বিষয়ে তদ্গত আত্মদানের মেজাজ মরমিয়া হয়ে যায়।[২৩]

বুদ্ধদেবও রিল্কে চর্চায় শেষ পর্যন্ত বলেছেন - তাঁর ঈশ্বরানুভূতি, কল্পনা ও আবেগের আতিশয্য রূপান্তরিত হয় বিষয় নিরপেক্ষ তন্ময় দৃষ্টিভঙ্গিতে। এখানে দুই সমালোচকের রিল্কে চর্চার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। দুজন-ই রিল্কের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিষয় নিরপেক্ষ বলেছেন। বিষ্ণু দে-র সমালোচনায় জার্মান কবি ব্রেখ্‌ট যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। তাঁর মতে, আধুনিক সাহিত্যের দক্ষ পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্রেখ্‌টেই পেয়েছে অভূতপূর্ব সার্থকতা।[২৪] বুদ্ধদেবের সমালোচনায় জার্মান কবি হ্যেল্ডার্লিন, রিল্কে গুরুত্ব পান, কিন্তু ব্রেখ্‌টের প্রসঙ্গে কোনো প্রবন্ধ নেই। সমকালীন অন্য সমালোচকেরাও ব্রেখ্‌ট সম্বন্ধে ততটা আগ্রহ প্রকাশ করেন নি।

আধুনিক বাংলা কবিতায় অমিয় চক্রবর্ত্তী এলিয়টের প্রভাবকে অস্বীকার করেননি। তবে, সুধীন্দ্রনাথ বা বিষ্ণু দের মতো ততটা উচ্ছ্বসিতও তিনি নন। পাস্তেরনাক প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব আগ্রহী হলেও পৃথক কোনো প্রবন্ধ লেখেন নি। কিন্তু, 'পাস্তের নাক-এর প্রসঙ্গে দুটি চিঠি' তে অমিয় চক্রবর্ত্তী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ও তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির উৎকর্ষ বিচার করেছেন।

য়ুরোপীয় কবিদের সম্বন্ধে জীবনানন্দ পৃথক কোনো প্রবন্ধ লেখেন নি। তবে, টুকরো বিচ্ছিন্ন মন্তব্যে

তিনিও একথা উল্লেখ করেছেন যে, আধুনিক বাংলা কাব্যে য়ুরোপীয় কবি সাহিত্যিকদের ঋণ স্বীকার করতে হয়। একথা ঠিক যে, রবীন্দ্র-উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতা যে য়ুরোপীয় কবি ও কবিতা থেকে পুষ্টি লাভ করেছে, তা রবীন্দ্র-পরবর্তী প্রধান প্রধান কবি সাহিত্যিকরা স্বীকার করেছেন। তবে, বুদ্ধদেবের রচনায় য়ুরোপীয় কবিদের মধ্যে যেমন বোদলেয়ার পৃথক মাত্রায় ঋদ্ধ, তাঁর সমকালীন অন্যান্যরা বোদলেয়ারকে ততটা গুরুত্ব দেন নি। বরং, সুধীন্দ্র নাথ, বিষ্ণু দে'র রচনায় এলিয়ট-ই বিশেষ ভাবে গুরুত্ব পেয়েছেন।

বুদ্ধদেবের সমালোচনায় আধুনিক বাঙালি কবি ও বাংলা কবিতার প্রসঙ্গও যথেষ্ট বিস্তৃত তিনি তাঁর সমকালীন ও কিছু পূর্ববর্তী আধুনিক কবি ও কবিতা নিয়ে বাগ্‌বিস্তার করেছেন। সুধীন্দ্র নাথ, বিষ্ণু দে বা সমকালীন অন্যান্য সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি এ প্রসঙ্গে আমার নিরীক্ষার বিষয়।

সমকালীন কবি সাহিত্যিকদের নিয়ে লেখা সুধীন্দ্র নাথের প্রবন্ধ 'কুলায় ও কাল পুরুষ' (১৩৬৪) গ্রন্থে 'উক্তি ও উপলব্ধি', 'চোরা বালি', 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি। 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে মধুসূদনের অবদান সম্বন্ধে সুধীন্দ্র নাথের বক্তব্য হ'লো -

> মাইকেল শুধু ম্রিয়মান বাংলা কাব্যকে জাগিয়ে তুলে ঝিমিয়ে পড়েননি,
> বাঙালি কবিকে তরজা ওয়ালার দল থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন তিনি।[২৫]

তাঁর ভাষা সম্বন্ধে লিখেছেন -

> তৎকালীন পুঁথিগত বাংলা তাঁর চোখে অচল ঠেকেছিল, এবং সজীব
> ভাষার সন্ধানে তিনি যদি শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত শব্দ কোষের-ই শরণ নিয়ে
> থাকেন, তাহলে শুধু তাঁকেই একদেশদর্শী বললে চলবে না, অসংস্কৃত
> বাংলা ঐকান্তিক দৈন্য ও মানা চাই।[২৬]

সুধীন্দ্রনাথের সমকালীন হয়েও বুদ্ধদেব কিন্তু মধুসূদনের খ্যাতির সঙ্গে তাঁর কীর্ত্তির 'সুমাত্রা সূত্রের সম্বন্ধ'[২৭] খুঁজে পান নি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী মধুসূদনের কীর্ত্তি ন্যূনতম। বুদ্ধদেবের সমকালীন আর এক কবি বিষ্ণু দে ভিন্নতর দৃষ্টি কোণ থেকে মধুসূদনের কবি প্রতিভার বিচার করেছেন। তৎকালীন শিল্প চিন্তার পটভূমিতে ভাষা সম্বন্ধে তিনি মধুসূদনের অসাধারন দক্ষতার কথা বলেন। য়ুরোপীয় ভাষা সাহিত্যে পারদর্শী মধুসূদন সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসা -

> কি করে এই প্রায় বাইরের মানুষ ভাষার প্রকৃতির একেবারে অন্তরের
> খোঁজ পেলেন?[২৮]

এর উত্তরে বিষ্ণু দে নিজেই বলেন -

> শব্দের পর্যায়ে হয়তো তাঁর উপযুক্ত স্বাভাবিক ঐশ্বর্য কম ছিল, মাতৃ
> ভাষার সেমান্টিক তত্ত্বে হয়তো তিনি যথোচিত কর্তৃত্ব অর্জন করতে পারেন
> নি, কিন্তু তাঁর স্নায়ুতে স্নায়ুতে ছিল ভাষার কথন ছন্দ, ভাষার দেশজ
> ব্যবহারের স্মৃতি।[২৯]

বুদ্ধদেব কিন্তু মধুসূদনকে বাংলা ভাষাতেও দক্ষ শিল্পী বলতে চান নি।

> মৃত শব্দ রাজিতে আকীর্ণ বলে মাইকেলি কলরোল আমাদের কানেই শুধু
> পৌঁছায়, কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে না।[৩০]

বুদ্ধদেবের সমকালীন দুই সমালোচকের বক্তব্য বুদ্ধদেবের বক্তব্য থেকে সম্পূর্ন পৃথক। সাহিত্য কর্মে মধুসূদন যেখানে সফল, সেখানে তাঁর কৃতিত্ব প্রায় গগনস্পর্শী। ভাষা বিন্যাসে বা শব্দ যোজনায় তিনি তেমন সতর্ক না হলেও তাঁর উদ্যোগ অভিনন্দন যোগ্য। তাঁর 'মেঘনাদ বধে'র শিল্প সাফল্য আজ প্রায় তর্কাতীত। ফলে, আধুনিক বাংলা কবিতা সমালোচনায় বুদ্ধদেবের কৃতিত্বের কথা মনে রেখেও বলা যায় মধুসূদন প্রতিভার মূল্যায়ণে তাঁর সমকালীন অন্যান্য সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যপূর্ণ।

বিষ্ণু দে বিষয়ে বুদ্ধদেবের প্রবন্ধ ছাড়াও সমকালীন সমালোচক সুধীন্দ্র নাথ দত্ত ''চোরাবালি'' প্রবন্ধ লিখেছেন। 'চোরাবালি' কাব্যের ভূমিকাও তাঁর-ই লেখা। 'চোরাবালি' প্রবন্ধের নাম হলেও সুধীন্দ্র নাথ এখানে বিষ্ণু দে-র সমগ্র কবি কৃতির মূল্যায়ণ করেছেন তাঁর মতে বিষ্ণু দের কবি প্রতিভা অসামান্য ও অভিনব।[৩১] বিষ্ণু দে সম্বন্ধে বুদ্ধদেব স্বল্পবাক্। একমাত্র 'চোরাবালি' প্রবন্ধে তিনি সমকালীন এই বড় কবির কাব্যকৃতির সমালোচনা করলেন। এখানে তিনি কাব্য হিসেবে 'চোরাবালি'কে উৎকৃষ্ট বললেও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর শব্দ ব্যবহারে করায় সৎপাঠকের পাঠ ব্যাহত হবে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।[৩২] কিন্তু, বুদ্ধদেবের-ই সমকালীন সমলোচক সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্য ভিন্ন মাত্রার। বিষ্ণু দে-র কাব্য 'অভাবনীয় রূপে কন্টকাকীর্ণ'[৩৩] এমন মত যারা পোষণ করেন, এর উত্তরে সুধীন্দ্রনাথ লেখেন -

> বিষ্ণু দে'র তুল্য নিরাভরণ লেখক এদেশে বিরল।[৩৪]

বিষ্ণু দে তাঁর কাব্যে প্রাচীন ও আধুনিক বহু প্রসঙ্গ উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। প্রাচ্য প্রাতী চ্যের ঐতিহ্য, পুরাণ প্রতিমা, লোককথা, কিংবদন্তী, ইতিহাস ইত্যাদি বহু প্রসঙ্গ তাঁর কাব্যে উপাদান হিসেবে এসেছে।

> অবশ্য এই ঐতিহ্য কেবল বঙ্গদেশীয় নয়, বিশ্বমানবিক।[৩৫]

বিষ্ণু দে'র কাব্য প্রক্রিয়ার এই সারসত্তা উপলব্ধি করতে পারলে, তঁর কবিতাও বিষয় মাহাত্মে, আর্য গৌরবে সার্বজনীন অনুভূতির বাহন হয়ে উঠবে- এরকম মনে করেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। বুদ্ধদেব তাঁর সমালোচনায় বিষ্ণু দে'র কবিতার ভিতরে ভিতরে প্রবাহিত এই 'বিশ্বমানবিক' ধারাটির কথাও বলেননি। আবহমান মানব সভ্যতার ব্যাপ্ত পটভূমি উপস্থিত বলে বিষ্ণু দে-র কবিতার শব্দ, অনুসঙ্গ ও চিত্ররূপ গুলিকে খানিকটা রহস্যাবৃত বলে মনে হয়। বুদ্ধদেবের সমালোচনা সেই রহস্য উন্মোচনেও সাহায্য করে না।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্য ও কবি - ব্যক্তিত্ব বিষয়ে বুদ্ধদেব বসু বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু তাঁর সমকালীন অন্য কোন সমালোচক সুধীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে এত বিস্তৃত আলোচনা করেননি। জীবনানন্দ তাঁর 'কবিতার কথা' য় 'উত্তর রৈবিক বাংলা কাব্য' প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি মাত্র অনুচ্ছেদ লিখেছেন। তাঁর বক্তব্য - ' আধুনিক বাংলা কাব্যে সবথেকে বেশি নিরাশাকরোজ্জ্বল চেতনা' তিনি।[৩৬] আধুনিক বাংলা কবিতার ধারায় এদিক থেকে তিনি বিশিষ্ট। বুদ্ধদেব তাঁর সমালোচনায় লিখেছেন - ব্যর্থতা ও হতাশা কবি মেনে নিয়েছেন

নিজের ভাগ্য ব'লে।[৩৭] জীবনানন্দ সুধীন্দ্রনাথকে মনে করতেন রবীন্দ্রনাথের অর্ন্তযামী শিষ্য। বুদ্ধদেবেরও বক্তব্য - রবীন্দ্র রীতি বর্জনের চেষ্টা তিনি করেন নি, বরং তা থেকে যথেচ্ছ আহরণ করেছেন তিনি। তাহলে, একথা বলা যেতে পারে যে, সুধীন্দ্রনাথ বিষয়ে বুদ্ধদেবের সমালোচনাই সমগ্র সুধীন্দ্রনাথকে চিনিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

অমিয় চক্রবর্তী সম্বন্ধেও বুদ্ধদেবের আলোচনা দীর্ঘ। অন্য কোনো সমকালীন সমালোচক এত দীর্ঘ আলোচন করেন নি। বুদ্ধদেবের মতো জীবনানন্দও স্বীকার করেছেন, তাঁর কবিতার আঙ্গিকের বিচিত্র আবহের কথা।[৩৮] তাঁর মতে, আঙ্গিকের ইশারা কবি পেলেন হপ্‌কিন্সের কাছে। বুদ্ধদেব অমিয় চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে অনুপুঙ্খ আলোচনা করলেও কোথাও হপ্‌কিন্সের কথা উল্লেখ করেন নি।

প্রমথ চৌধুরী বিষয়ে বুদ্ধদেব ছাড়াও উল্লেখযোগ্য সমালোচক জীবনানন্দ দাশ। তিনি দুটি চিঠি লিখেছিলেন — এতে বুদ্ধদেবের মতো তিনিও প্রমথ চৌধুরীর গদ্য শিল্প, শিল্প রচনার দক্ষতা, ও অন্যান্য প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন।[৩৯]

অমিয় চক্রবর্ত্তী লিখেছেন প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধে দুটি প্রবন্ধ। 'সাহিত্য গুরু প্রমথ চৌধুরী' এবং 'প্রমথ চৌধুরীর গল্প' — দুটি প্রবন্ধ-ই তাঁর গদ্য গ্রন্থ 'সাম্প্রতিক' এ (১৯৬৩) প্রকাশিত। অমিয় চক্রবর্ত্তী মনে করেন, প্রমথ চৌধুরী বিশেষ ভাবে আধুনিক লেখকদের শিক্ষাগুরু।

> ভাষার টেকনিকে এবং প্রসাধন সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে ঋণী।[৪০]

তবে জীবনানন্দ দাশ বা অমিয় চক্রবর্ত্তীর সমালোচনা বুদ্ধদেবের প্রমথ - সমালোচনার বাইরে কোনো নতুন দিক উদ্‌ঘাটন করে নি। প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধে বিষ্ণু দে'র প্রবন্ধ 'প্রমথ চৌধুরী ও আমরা'।[৪১] তিনি প্রমথ চৌধুরীর রচনাগুলি অর্থাৎ, Text এর যে সমালোচনা করেছেন, তা কিন্তু বুদ্ধদেব বা অন্য কোনো সমকালীন সমালোচক করেন নি।

সমর সেনের 'কয়েকটি কবিতা'র[৪২] সমালোচনা করেছিলেন বিষ্ণু দে। বুদ্ধদেব মনে করতেন, তাঁর কবিতা কেবল-ই গদ্যে রচিত।[৪৩] বিষ্ণু দে লিখলেন -

> ভাষা তার অবশ্যই গদ্য ব্যাকরণের, কিন্তু তার প্রয়োগ রীতি
> কবিতার মতো ঐন্দ্রজালিক, গদ্যের মতো বিতর্ক বাহক নয়।[৪৪]

সমর সেন সম্বন্ধে বুদ্ধদেব এবং বিষ্ণু দে-র সমালোচনার একটি বড় পার্থক্য হ'লো - বিষ্ণু দে মনে করতেন, সমর সেনের কাব্যলোকের জলবায়ু একান্তই রবীন্দ্র কবিতার। বুদ্ধদেবের মতে, সমর সেন রবীন্দ্র প্রভাবে কখনোই পড়েন নি।

> কয়েকটি কবিতা'য যে রকম সচেতন ও তির্যক ভঙ্গিতে রবীন্দ্র-কাব্য
> উদ্ধৃত করা আছে, তাতেই বোঝা যায় যে, আমাদের যেমন প্রথম
> যৌবনে নিঃশ্বাসের বাতাস-ই ছিলো রবীন্দ্র-কাব্য, এ কবির সেরকম নয়।[৪৫]

কবি নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন জীবনানন্দ। তাঁর 'নজরুলের কবিতা' নামের প্রবন্ধ টি 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৩৫১, কার্ত্তিক-পৌষ সংখ্যা) নজরুল কে তিনি বড় কবি না বললেও অনেক সফল কবিতার স্রষ্টা বলেছেন। নজরুল সম্বন্ধে তাঁর অন্য একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে শারদীয় সংখ্যা, আনন্দবাজার পত্রিকায়। প্রবন্ধটির শিরোনাম 'কবিতা পাঠঃ দুজন কবি'। এই দুই কবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত ও নজরুল ইসলাম। কাউকেই বড় কবি না বললেও নজরুলের কবি প্রতিভার কথা তিনি স্বীকার করেছেন। তবে, নজরুল সম্বন্ধে জীবনানন্দের বক্তব্য খুব পৃথক নয়।

সমকালীন অপ্রধান কবিদের সম্পর্কেও বুদ্ধদেবের আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে বা অমিয় চক্রবর্ত্তী তাঁদের সমকালের অপ্রধান কবিদের পৃথক ভাবে গুরুত্ব দিয়ে কোন প্রবন্ধ-ই লেখেন নি। বুদ্ধদেব তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় এবং কোন কোন গ্রন্থেও এঁদের নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

বুদ্ধদেবের সমকালের তিন প্রধান কবি সমালোচক-ই তাঁদের প্রবন্ধ নিবন্ধে জোরের সঙ্গে আধুনিক কবিতাকেসমর্থন করেছেন, আধুনিক কবিতার শিল্প তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং কেন রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে তাঁরা অনুসরণ করেন নি, সে সম্বন্ধে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন।

> বস্তুত বাংলা ভাষার আলোচ্য কবিরা আধুনিক কবিতার সমর্থনে
> পাউন্ড, এলিয়ট প্রভৃতির প্রবন্ধ থেকে, আদর্শ পরিগ্রহন করেছেন।[৪৬]

'কবিতার কথা' গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে জীবনানন্দ দাশ ও আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই একটি যুগ এবং তাঁর কাব্যে সামগ্রিক পূর্ণতায় তিনি দীপ্যমান। তাহেলেও, আধুনিক কবিতা স্বীয় স্বাতন্ত্র্যে-

> রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিপরীত পৃষ্ঠা রূপে পরিকল্পিত হয়েছে।[৪৭]

জীবনানন্দ অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে যাওয়াটাকেই আধুনিক কবিতার আসল কথা মনে করেন নি।

> দুর্বল বিদ্রোহের অভিমানে আমি আমার পূর্ববর্তী বড় কবিকে
> ডিঙিয়ে গেলাম অকাব্যের জঞ্জালের ভিতর - সাহিত্যের ইতিহাসে
> এরকম আন্দোলনের কোন স্থান নেই।[৪৮]

তাছাড়া, শুধুমাত্র অগ্রজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরামর্শ নিয়ে নতুন কবিরা পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেনা। প্রত্যেক বিশিষ্ট কবি, তাঁর যুগ ও সমাজ সম্বন্ধে সচেতন থেকে ভাবনা প্রতিভার আশ্রয়ে যখন কবিতা লিখতে যান, তখন তাঁর কবিতার আঙ্গিক ও ভাষা বিচিত্রভাবে সৃষ্টি হয়- এমন একটা সঙ্গতি পায়, যা তাঁর কবিতায়-ই সম্ভব- অন্য কারও কবিতায় নয়। [৪৯] তাঁর মতে, বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার সূচনার আগেই রবীন্দ্র কাব্যের আওতা থেকে বেরিয়ে পড়বার একটা চেষ্টা দেখা গিয়েছিল। তবে, রবীন্দ্রোত্তর প্রকৃত আধুনিক কবিতার জন্ম হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে।[৫০] কোনো কোনো আধুনিক কবির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল। এবং এজন্যই আধুনিক বাংলা কবিতার চিন্তা ও ভাষা রবীন্দ্র - কাব্যের থেকে পৃথক পথে চলতে শুরু করে।[৫১] জীবনানন্দের বক্তব্য হ'ল আধুনিক বাংলার উল্লেখযোগ্য দিকটার অভ্যুত্থান হ'ল নতুন সময় তার

নতুন দায়িত্ব নিয়ে এসেছে বলে।[৫২] এবং রবীন্দ্র - পরবর্তী কবিরা অনেকেই বোদলেয়ার ও ফরাসী প্রতীকী কবিদের থেকে শুরু করে ইয়েট্‌স, এলিয়ট ও পাউন্ডের কাছে গেলেন খানিকটা হৃদয়ের সাহচর্য ও অবিনবত্বের আকর্ষণে। আধুনিকদের একটা বিশিষ্ট অংশ রবীন্দ্র-কাব্যে বার বার অনুষ্ঠিত হয়েছেন। তাহলেও,

> আধুনিক কালের ভাব ও চিন্তা বৈষম্যের হেঁয়ালির ভিতরে পড়ে
> ক্ষয়িষ্ণুতার সুর আধুনিকদের স্পর্শ করেছে বেশি।[৫৩]

বর্তমান সমাজ ও ইতিহাসের দিক থেকে এই বিষমতা দুরতিক্রম্য। কোনো আধুনিক লেখক তাঁকে এড়াতে পারেন নি। এমন কি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শেষ জীবনে এই ক্ষয়িষ্ণুতার যুগ ও সুরকে অন্তঃ গ্রথিত করে কাব্য রচনা করে গেছেন। জীবনানন্দ লিখেছেন 'উত্তর-রৈবিক যুগ 'কল্লোলের'র পর থেকে আরম্ভ।'[৫৪] এ যুগ অনেক লেখকের - একজনের নয় - কয়েকজন কবির যুগ। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের একচ্ছত্র আধিপত্যের পর এই নতুন কবি সাধারণ সংঘ সাহিত্যের কাছে সময়ের দান।[৫৫] বাংলা কাব্যে বা কোনো দেশের - ই বিশিষ্ট কাব্যে আধুনিকতা শুধু আজকের কবিতায় আছে, অন্যত্র নেই - একথা ঠিক নয়। সব সময়ের জন্যই আধুনিক - এরকম কবিতা বা সাহিত্যের স্থিতি সম্ভব।[৫৬] মানুষের মনের চির পদার্থ কবিতায় বা সাহিত্যে মহৎ লেখকদের হাতে যে বিশিষ্টতায় প্রকাশিত হয়, তাকেই আধুনিক সাহিত্য বা আধুনিক কবিতা বলা যেতে পারে।[৫৭] এদিক থেকে তিনি 'মহাভারতের'র কোনো কোনো অংশকেও আধুনিক কবিতা বলেছেন।

সুধীন্দ্রনাথের মতে,

> বাংলার - আধুনিক সংস্কৃতি একা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি।[৫৮]

এবং, আজ অবধি একা তিনি সেই সংস্কৃতির পরিচালক।[৫৯]

রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ পরিচয় না জানলে আধুনিকেরা নিজেদেরও চিনতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষা ছাড়া আমাদের মাতৃভাষার আজ আর পৃথক কোনো সত্তা নেই। তার সম্মোহন কাটাবার চেষ্টা থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং 'সাম্প্রতিকদের বিদ্রোহ সর্বতঃ কাম্য'।[৬০] তার বিশিষ্টতা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। কাব্যের আনন্দময় স্বরূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ - ই আমাদের দীক্ষাগুরু।

> কাব্যকলার কৌশল সম্পর্কেও বাংলাদেশের যতখানি
> জ্ঞান সে সমস্ত তাঁর শিক্ষাপ্রসূত তথা দৃষ্টান্ত লব্ধ।[৬১]

বিষ্ণু দে মনে করেন,

> বস্তুত রবীন্দ্রনাথই আমাদের দেশে শিল্প সাহিত্যে তো
> বটেই, দেশের সমস্ত সংস্কৃতি, মানবজীবন ও কর্মের,
> আধুনিকতার আদি ও মৌলিক দৃষ্টান্ত। [৬২]

তিনি লিখেছেন -

> সাহিত্যে আধুনিক চিন্তামগ্নতা প্রথম চর্চা করেন রবীন্দ্রনাথ।[৬৩]

য়ুরোপে সাবেক 'আস্তিক্যের অবক্ষয়ে'[৬৪] নেতির চরম উপলব্ধি যেমন কম বেশি শিল্পীর সাহিত্যিকের সত্তাকে সংগঠিত করেছিলো, একালের ইতিহাস - সঙ্গত তত্ত্বে ও সাহিত্য সৃষ্টির বিকাশ লাভের প্রক্রিয়ায় তার প্রভাবের

কথা বিষ্ণু দে স্বীকার করেন। আধুনিকদের রচনায় তাই রবীন্দ্রনাথ দেখেন ঔদ্ধত্য, স্পর্দ্ধা, অঘোরপন্থী বীভৎস বা কুৎসিতের প্রতি আকর্ষণ। বিষ্ণু দে নিজে এই দুই মানস জগতের ব্যবধানের কথা উল্লেখ করেন।

জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে- এঁরা প্রায় প্রত্যেকে আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে তাঁদের ধারনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে আন্বিত করে দেখেছেন। এ প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্ত্তীর 'Modern Tendencies in English Literature' গ্রন্থটির কথাও উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন-

> In the poetry of the great modern, Rabindra Nath Tagore, a fine balance of values can be found; and that is so because his genious accepts the Age under the scrutiny of full poetic responsibility . . . self creation, according to Tagore, lies at the root of human existance and the self creative urge of man makes him use the materials of life by mastering the law of perfect being.[৬৫]

এখানে অমিয় চক্রবর্ত্তী যে নতুন মূল্যবোধ ও কাব্য দায়িত্বের কথা বলেছেন, তা ও অনেকটা অভিনব। পূর্ববর্তী সমালোচনার তত্ত্ব বা চারিত্র্য থেকে তা আনেকটা আলাদা।

আধুনিকতা সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের সমকালের প্রধান প্রধান সমালোচকদের বক্তব্য এবং বুদ্ধদেবের বক্তব্যে সাদৃশ্য আছে। এঁরা প্রত্যেকে তাঁদের আধুনিকতার ধারনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে যুক্ত করে রেখেছেন। প্রত্যেকে একটি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন যে, টিকে থাকাটাই সত্যিকার আধুনিকতা। অর্থাৎ, আধুনিকতার সঙ্গে চিরন্তনতার তত্ত্বকে মিলিয়ে নিয়েছেন। সমালোচক হিসেবে বুদ্ধদেবের স্বাতন্ত্র্য হ'ল- তিনি এই আধুনিকতাকে কেন্দ্রে রেখে সাহিত্য বিচার করেছেন। আধুনিক সাহিত্য কীভাবে ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত? কী ভাবে আলাদা? আধুনিক পশ্চিমী সাহিত্যের প্রকৃতি কী? তার সঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যোগ কোথায়? ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি সম্বন্ধে অবহিত হতে সাহায্য করেছে তাঁর বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধগুলি। তাছাড়া, কাব্য কবিতা বিচারের ক্ষেত্রে ও তা আধুনিক কি-না, তা কবিতা হ'ল কি-না, সেই কাব্যে কোনো স্বকীয়তা আছে কি- না ইত্যাদি যেসব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন আধুনিক কবিরা বারম্বার, তা সমালোচক বুদ্ধদেবেরও ভাবনার বিষয়। যে রচনার সমালোচনা তিনি লিখেছেন, সেটি তার কাছে নতুন আবিস্কার।[৬৬] সুবিস্তৃত সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি সেই সাহিত্যকে জরিপ করেন, কতো বিভিন্ন ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত লেখককে তিনি আবিস্কার করেন, স্বধর্ম ও সময় ধর্মের সংকট কাটিয়ে শিল্পী কিভাবে কালজয়ী হন্ সাহিত্য শিল্পের সেই চাবিকাঠি ও তিনি খুঁজে নিতে চান শিল্পের ভিতর থেকে। রাজনীতি বা সাহিত্যের কোনো শিবিরে তিনি আস্থাশীল নন। সাহিত্য বিচারের কোনো স্থির মানদন্ডও নেই তাঁর। সমকালের কবি সাহিত্যিক, য়ুয়ো পের সাহিত্য ও সাহিত্যিক কিংবা রবীন্দ্রনাথ, ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের বিচার- এই ব্যাপ্ত সমালোচনার ক্ষেত্রে ও তিনি সেরকম কোনো স্থির নিকষ ব্যবহার করেন নি-। তবে, সর্বত্রই তিনি আধুনিকসাহিত্যরুচির পরিচয় দিয়েছেন। যা কিছু স্বতঃ সিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, তাতেই প্রশ্ন তুলেছেন-। প্রকৃত কবিতা আবিস্কার করেছেন তাতেই, যাকে আমরা এতকাল দেখেছি ধর্মগ্রন্থ রূপে।[৬৭] সেই অর্থে তাঁর কোনো তত্ত্বাদর্শ নেই, তত্ত্বাদর্শের কথা বলতে গেলে বলতে হয় আধুনিক সাহিত্যের মনোদর্শন প্রচার করাই ছিল তাঁর অভীষ্ট। এবং এটিই ছিল তার লক্ষ্য। আধুনিকদের সঙ্গে পূর্বতন সাহিত্যের যে মূলগত পার্থক্য সুস্পষ্ট তার জন্য সময় স্বভাবকেই দায়ী করেছেন তিনি।

নির্দেশিকা

১। মুখোপাধ্যায় অরুণ কুমার, বাংলা সমালোচনার ইতিহাস, কলিকাতা, ক্লাসিক প্রেস, শ্রাবণ ১৩৭২, পৃঃ ২৯৫.

২। তদেব, পৃঃ ২৯৫.

৩। তদেব, পৃঃ ২৯৫.

৪। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, ভূমিকা, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ, কলিকাতা, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ফাউন্ডেশন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কার্ত্তিক ১৩৯০.

৫। ভট্টাচার্য, সুতপা, 'বুদ্ধদেব বসু ঃ রবীন্দ্রনাথ', কবির চোখে কবি, কলিকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৭ পৃঃ ৬৭.

৬। মুখোপাধ্যায়, অরুণ, বাংলা সমালোচনার ইতিহাস, কলিকাতা, ক্লাসিক প্রেস, শ্রাবণ ১৩৭২, পৃঃ ২৬৪.

৭। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, 'রবিশষ্য', কুলায় ও কালপুরুষ, কলিকাতা, সিগনেট প্রেস, ১৩৬৪, পৃঃ ১৪.

৮। তদেব, পৃঃ ২৫.

৯। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, 'দিনান্ত', কুলায় ও কালপুরুষ, কলিকাতা, সিগনেট প্রেস, ১৩৬৪, পৃঃ ৭৩.

১০। দে, বিষ্ণু, 'রবীন্দ্র শতবার্ষিকী', মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা, কলিকাতা মনীষা গ্রন্থালয়, ১৯৬৭, পৃঃ ৫০.

১১। তদেব, পৃঃ ৫৪.

১২। বসু, বুদ্ধদেব, কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী, ১৯৫৯, পৃ ঃ ৯৯.

১৩। চক্রবর্ত্তী, অমিয়, 'নবজাতকমালা', সাম্প্রতিক, কলিকাতা, নাভানা, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৬৩, পৃঃ ১৮৩.

১৪। ভট্টাচার্য, সুতপা, কবির চোখে কবি, কলিকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৭ পৃঃ ১২১.

১৫। তদেব, পৃঃ ১২১.

১৬। দে, বিষ্ণু, শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা, কলিকাতা, প্রতিভাস, ১৯৬৬ পৃঃ ৩৬.

১৭। ভট্টাচার্য, সুতপা, কবির চোখে কবি, কলিকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৭ পৃঃ ১৭.

১৮। তদেব, পৃঃ ১৭.

১৯। দাশ, জীবনানন্দ, 'উত্তর রৈবিক বাংলা কাব্য', কবিতার কথা, কলিকাতা, সিগনেট প্রেস, ১ম সংস্করণ, ৬ই ফাল্গুন ১৩৬২, পৃঃ ৩৩.

২০। মিত্র, মঞ্জুভাষ, আধুনিক বাংলা কবিতায় ইউরোপীয় প্রভাব, কলিকাতা, নবার্ক, ১ম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৮৬, পৃঃ ১৭১.

২১। তদেব, পৃঃ ১৫৯.

২২। তদেব, পৃঃ ১৭০.

২৩। দে, বিষ্ণু, রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা, কলিকাতা, প্রতিভাস, ১৯৬৬ পৃঃ ৭৫.

২৪। তদেব, পৃঃ ৯৯.

২৫। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ, কলিকাতা, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ফাউন্ডেশন, যাদবপুর, কার্ত্তিক ১৩৯০, পৃঃ ২৪৪.

২৬। তদেব, পৃঃ ২৪৪.

২৭। বসু, বুদ্ধদেব, 'মাইকেল', সাহিত্যচর্চা, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪ পৃঃ ২৫.

২৮। দে, বিষ্ণু, 'মাইকেল ও আমাদের রেনেসাঁন্স', মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, মণীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১৯৬৭ পৃঃ ৪.

২৯। তদেব, পৃঃ ৪.

৩০। বসু, বুদ্ধদেব, ' মাইকেল', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃঃ ৩২

৩১। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, ' চোরাবালি', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ, কলকাতা, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ফাউণ্ডেশন যাদবপুর, কার্ত্তিক ১৩৯০, পৃঃ ২৯০

৩২। বসু, বুদ্ধদেব, 'চোরাবালি', কালের পুতুল, কলকাতা, নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৭৯

৩৩। দত্ত সুধীন্দ্রনাথ, 'চোরাবালি', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রকাশ সংগ্রহ কলকাতা, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ফাউন্ডেশন, যাদবপুর, কার্ত্তিক ১৩৯০, পৃঃ ২৯০

৩৪। তদেব, পৃঃ ২৯১

৩৫। তদেব পৃঃ ২৯১

৩৬। দাশ, জীবনান্দ, 'উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য', কবিতার কথা, কলকাতা, সিগনেট প্রেস, ১ম সংস্করণ, ৬ই ফাল্গুন, ১৩৬২, পৃঃ ৩৮

৩৭। বসু, বুদ্ধদেব, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ ক্রন্দসী', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

৩৮। দাশ, জীবনান্দ, 'উত্তররৈকি বাংলা কাব্য', কবিতার কথা, কলকাতা সিগনেট প্রেস, ১ম সংস্করণ, ৬ই ফাল্গুন, ১৩৬২, পৃ৩৮

৩৯। সৈয়দ, আব্দুল মান্নান, জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলী, ঢাকা মুক্তধারা, ১৩৮৪, পৃঃ ৩৪-৩৫ এবং ৩৫-৩৬

৪০। চক্রবর্ত্তী, অমিয়, 'সাহিত্যগুরু প্রথম চৌধুরী' সাম্প্রতিক, কলিকাতা, নাভানা, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৬৩, পৃঃ ১০২

৪১। দে, বিষ্ণু, 'প্রথম চৌধুরী ও আমরা', মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা, কলকাতা, মনীষা গ্রন্থালয়, ১৯৬৭.

৪২। পরিচয়, ভাদ্র, ১৩৪৪ সংখ্যা, অনুষ্টুপ, সমর সেন সংখ্যা (পুর্নমুদ্রিত), পৃঃ ১০

৪৩। বসু, বুদ্ধদেব, 'সমর সেন ঃ কয়েকটি কবিতা', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৫৭

৪৪। পরিচয়, ভাদ্র, ১৩৪৪ সংখ্যা অনুষ্টুপ, সমর সেন সংখ্যা (পুর্নমুদ্রিত), পৃঃ ১০

৪৫। বসু, বুদ্ধদেব, 'সমর সেন ঃ কয়েকটি কবিতা', কালের নুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৫৮

৪৬। মিত্র, মঞ্জুভাষ, আধুনিক বাংলা কবিতায় ইউরেপীয় প্রভাব, কলকাতা, নবার্ক, প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট ১৯৮৬, পৃঃ ৩৬

৪৭। তদেব, পৃঃ ৩৭

৪৮। দাশ, জীবনানন্দ, 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা', কবিতার কথা, কলকাতা, সিগনেটপ্রেস, ১ম সংস্করণ, ৬ই ফাল্গুন, ১৩৬২, পৃঃ ২০

৪৯। তদেব, পৃঃ ২০

৫০। তদেব, পৃঃ ২১

৫১। তদেব পৃঃ ২১

৫২। তদেব, পৃঃ ২৪

৫৩। তদেব, পৃঃ ২৬-২৭

৫৪। দাশ জীবনানন্দ, ' উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য', কবিতার কথা,কলকাতা, সিগনেট প্রেস, ১ম সংস্করণ৬ই ফাল্গুন ১৩৬২, পৃঃ ৪০

৫৫। তদেব, পৃঃ ৪০-৪১

৫৬। দাশ, জীবনানন্দ, ' আধুনিক কবিতা', কবিতার কথা, কলকাতা, সি গনেট প্রেস, ১ম সংস্করণ, ৬ই ফাল্গুন, ১৩৬২, পৃঃ ১১৬

৫৭। দিব, পৃঃ ১১৬

৫৮। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ , 'রবিশস্য', কুলায় ও কালপুরুষ, কলকাতা সিগনেট প্রেস, ১৩৬৪, পৃঃ ১৩

৫৯। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্রপ্রতিভার উপক্রমনিকা',কুলায় ও কালপুরুষ,কলকাতা, সিগনেট প্রেস, ১৩৬৪, পৃঃ ৮

৬০। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, ' সূর্যাবর্ত', কুলায় ও কালপুরুষ, কলকাতা, সিগনেট প্রেস, ১৩৬৪, পৃঃ ৬১

৬১। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, 'দিনান্ত', কুলায় ও 'কালপুরুষ' কলকাতা, সিগনেট প্রেস, ১৩৬৪, পৃঃ ৭৩

৬২। দে, বিষ্ণু, রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা, কলকাতা, প্রতিভাস, ১৯৬৬, পৃঃ ১১

৬৩। তদেব, পৃঃ ৩৪

৬৪। তদেব পৃঃ ৮৭

৬৫। Chakrobarty Amiya, Introduction, Modern Tendencies in English Literature, Calcutta, Book Exchange, 1942, page-9

৬৬। দত্ত জ্যোতির্ময়, 'সাহিত্যসমালেচনাচক বুদ্ধদেব', বৈদগ্ধ্য, শেখর বসুরায় (সম্পদনা), বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, মে ১৯৯৯, পৃঃ ৯২

৬৭। তদেব, পৃঃ ৯৪